তারকেশ্বর বাবা তারকনাথের মন্দিরে পুজো দিলেন এডিজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ হুগলির তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের মন্দিরে পুজো দিয়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এডিজি গঙ্গেশ্বর সিং। এডিজি তারকেশ্বর মন্দির পরিদর্শনে আসায় গোটা তারকেশ্বরকে পুলিশি ব্যবস্থায় মুড়ে দেওয়া হয়। তিনি এসে প্রথমে সরকারি গেস্ট হাউসে ওঠেন। পরে মন্দিরে এসে পুজো দেন। প্রথমে তিনি বাবা তারকনাথের কাছে পুজো দেন। তারপর নারায়ণ মন্দির, কালীমন্দিরসহ বিভিন্ন জায়গা দর্শন করেন। বেলা ১টা নাগাদ তিনি বেরিয়ে যান। অন্যদিকে এদিন এই মন্দিরে পুজো দিয়ে গেলেন পূর্ব রেলের ডিভিশনাল ম্যানেজার মুনু গোয়েল। তবে ডিআরএম আসায় রেল পুলিশ থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশ ছিল বিশেষ সতর্কতার মধ্যে।

স্টেশন থেকে শুরু করে মন্দির পর্যন্ত প্রশাসনের বিশেষ তৎপরতা দেখা যায়। তিনি তাঁর পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের নিয়ে এই মন্দিরে পুজো দিয়ে যান।

যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ শুক্রবার গভীর রাতে এক মৃতদেহকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বর থানার আরামবাগ-তারকেশ্বর রোডে চাঁপাডাঙ্গা ব্রিজের উপর। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে দাবি, সন্তু পাত্র (৩২) নামে এক যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। সকাল ১০টা পর্যন্ত এই যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। তারপর দেহটি পরিবারের লোক সন্ধান করে নিয়ে যান। তাঁর বাড়ি পুরশুড়া থানার জঙ্গলপাড়া এলাকায় বলে জানা গেছে। এই খবর গ্রামে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে।

জানা গেছে, ওই যুবক চাঁপাডাঙ্গা এলাকায় একটি হোটেলে কাজ করত। হোটেল সূত্রে দাবি, সে রাত ৮টা নাগাদ ছুটি করে বাড়ির উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পথ দুর্ঘটনাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর পাঠানো হয়েছে।

কুয়াশার জন্য নদীপথে বন্ধ পারপার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ শনিবার সকালে গভীর কুয়াশার জন্য সকাল প্রায় ৩ ঘন্টার মতো হুগলি জেলা এবং ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন ঘাটে গঙ্গা পারাপারের জন্য লঞ্চ ও নৌকা বন্ধ করে দেয় দুই জেলার প্রশাসন। এর ফলে বিভিন্ন ঘাটগুলিতে যাত্রীদের চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। পরে বেলা বাড়ার সাথে সাথে কুয়াশা কেটে গেলে পুনরায় যাত্রী পারাপার শুরু হয়।

তারকেশ্বরে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ শনিবার সকালে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে এক ব্যক্তির আত্মহত্যার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বর থানার বালিগোড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিগোড়ি স্নানঘাট এলাকায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে দাবি, রঞ্জিত দাস (২৮) নামে এই যুবককে এদিন সকালে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলন্ত দেখা যায়। এরপর রঞ্জিতের বাবাসহ এলাকার লোক তাঁর শ্বশুরবাড়ি আসে। জানা যায়, রঞ্জিত ঘরজামাই ছিল। তাঁর বাড়ি বালিগোড়ি গ্রামের পাশে। রঞ্জিতের পরিবারের লোক সেখানে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে থেকেই রাজমিস্ত্রির কাজ করত। পরে পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠায়।

ডান হাত কেটে বাদ, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পাশাপাশি খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্নও শেষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মানুষ যা ভাবে তা বাস্তবে হয় না। স্বপ্ন দেখত পড়াশোনা এবং খেলাধূলায় ভালো হবে। কিন্তু সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল হুগলির গোঘাটের কুমারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাড়খণ্ড গ্রামের বিজয় মান্ডির। গোঘাটেরই চাতরা হাইস্কুলে এবারের সে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। কিন্তু এবছরের সেই পরীক্ষাটাও তার দেওয়া হল না। কারণ ফুটবল খেলার সময় হাতে চোট পায় সে। আর এই চোটের দরুণ পুরো হাতটাকেই কেটে বাদ দিতে হবে তার। মঙ্গলবার অপারেশন হওয়ার কথা ছিল। কান্নাভেজা গলায় বিজয় জানায়, সে সবসময় একজন ভালো ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখতে। তাই আর পাঁচটা দিনের মতো ১৩ ডিসেম্বর বিকালেও গ্রামের মাঠে বন্ধুদের সাথে ফুটবল খেলছিল সে। তখনই হাতে চোট লাগে তার। ডান হাতের কনুইয়ের হাড় সরে যায়। স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে হাড় বসিয়ে লতাপাতা দিয়ে ব্যান্ডেজ করিয়েছিল তার পরিবার। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বরং দিনকে দিন হাতটি আরও ফুলে যেতে থাকে। বাড়ির লোক কোনও উপায় না দেখে তাকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু চিকিৎসকরা জানান, অনেক দেরি হয়ে গেছে। বর্তমানে হাতটির অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। এখন ওই হাত কেটে বাদ না দিলে জীবন সংশয় পর্যন্ত হতে পারে। এ বিষয়ে বিজয়কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে জানায়, বাড়িতে বাবা, মা ছাড়াও তার ঠাকুমা, দুই দাদা ও এক বোন আছে। তার বোনও এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা। বাবা ও দুই দাদা অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার চালান। সে আরও জানায়, তার পরিবার এইভাবেই সংসারের পাশাপাশি তার পড়াশোনার খরচও চালাতেন। আমাকে নিয়ে তাদের সকলেরই অনেক স্বপ্ন ছিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা ছোট্ট ঘটনা আমার জীবনটাকে পাল্টে দিল। ডান হাতে এই অবস্থা হওয়ায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাটুকুও আর দিতে পারব না। কোনও কিছুই ভাবতে পারছি না। মা চাঁদমণি মান্ডি জানালেন, লেখাপড়া করে চাকরি করার ইচ্ছা ছিল বিজয়ের। আর তার পাশাপাশি ভালো খেলোয়াড় হাওয়ার স্বপ্ন দেখতে সে। তাই শত বাধা সত্ত্বেও অনেক কষ্ট করেই ছেলেকে মানুষ করছিলাম। কিন্তু এমন ঘটনার পর আর কিছু ভাবতে পারছি না। জানি না এরপর কি হবে।

খালি ফ্ল্যাট দখল করার চেষ্টা দুষ্কৃতীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ হুগলির উত্তরপাড়ায় ফ্ল্যাট খালি রাখা আর নিরাপদ নয়। যে কোনও সময়ে আপনার নিজের ফ্ল্যাট অন্যের দখলে চলে যেতে পারে। শুক্রবার দুপুরে এরকমই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেল জিটি রোড সংলগ্ন উত্তরপাড়া ৪নং শিবতলা স্ট্রিটের একটি আবাসনে। আবাসনের দোতলায় কৃষ্ণা রায় নামে এক বৃদ্ধার খালি ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ফ্ল্যাট দখলের চেষ্টা করল দুষ্কৃতীরা। ওই আবাসনের অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা বাধা দিলে তাঁদের মারধরের হুমকি দেয় দুই দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় বৃদ্ধার জামাই সুপ্রিয় শীল কলকাতা থেকে এসে উত্তরপাড়া থানায় বুবাই ঘোষ ও দোলন ঘোষ নামে দুজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ফ্ল্যাটের মালিক বৃদ্ধা কৃষ্ণা রায় বর্তমানে রাজস্থানে তাঁর মেয়ে কাকলি শীলের কাছে রয়েছেন। কাকলিদেবী তাঁর ছেলের পড়াশোনার জন্য রাজস্থানে থাকেন। স্বামী সুপ্রিয় শীলের কর্মক্ষেত্র কলকাতা হওয়ায় তিনি কলকাতার বরানগরে থাকেন। কাকলিদেবীর অভিযোগ, শুক্রবার দুপুরে বুবাই ঘোষ ও দোলন ঘোষ শিবতলার আবাসনে মায়ের ফ্ল্যাট দখলের জন্য তালা ভাঙার চেষ্টা করে। প্রতিবেশি অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা এর প্রতিবাদ করলে তাঁদেরকে দুষ্কৃতীরা মারধরের হুমকি দেয়। এরপরেই প্রতিবেশিরা তাঁর স্বামী সুপ্রিয় শীলকে ফোন করে ঘটনার কথা জানালে তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে যান। উত্তরপাড়া থানায় সুপ্রিয়বাবু এফ আই আর করতে গেলে পুলিশ এফ আই আর নিতে অস্বীকার করেন। বাধ্য হয়ে তিনি থানায় জিডি করেন। কাকলিদেবীর অভিযোগ, তাঁর মা যেহেতু বর্তমানে থাকছেন না তাই মাঝে মধ্যেই ওই দুই অভিযুক্ত দলবল নিয়ে এসে ফ্ল্যাট দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। এদিকে থানার ২০০ মিটারের মধ্যে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটায় এলাকাবাসী পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে।

খানাকুলে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী প্রৌঢ়

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হলেন প্রৌঢ়। মৃতের নাম তপন পাড়ুই (৫৫)। বাড়ি হুগলির খানাকুল থানার রঘুনাথপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার প্রতিদিনের মতো খাওয়া-দাওয়া করে নিজের ঘরে ঘুমাতে যান। কিন্তু মধ্যরাতে তাঁর স্ত্রী তাঁর মুখ থেকে ফ্যানা বের হতে দেখতে পান। তখন এলাকার লোকজন তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গেছে, স্ত্রী ছাড়া এক ছেলে বর্তমান।

হুগলির সিঙ্গুর ব্লক কৃষি কর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে টেন্ডার চুরির অভিযোগে পোস্টার নন্দা বাজার এলাকায়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু রাজমিস্ত্রির

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন এক যুবক। মৃতের নাম উজ্জ্বল মেটে(৩৪)। বাড়ি হুগলির খানাকুল থানার কিশোরপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গুজরোট গ্রামে। তিনি পেশায় দিনমজুর। শনিবার তিনি স্থানীয় এলাকার একটি বাড়িতে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করতে যান। টিফিন করার পর তিনি একটি টুলু পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত হলে ঘোষণা করেন। স্ত্রী ছাড়া তাঁর এক ছেলে বর্তমান।

ডানকুনিতে দুটি পার্ক উপহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ নতুন বছরের উপহার স্বরূপ রাজ্য সরকারের গ্রিন সিটি প্রকল্পের দুটি দুটি পার্ক পাচ্ছে ডানকুনি পুরসভা। এই পুরসভার ডানকুনি হাউসিং কমপ্লেক্সের শ্রী ব্লকে পার্ক দুটি নতুন বছরে সকলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এই পার্কের একাধারে যেমন ছোট থেকে বড় সবারই বসার ব্যবস্থা, দোলনা, স্লিপ প্রভৃতি সরঞ্জাম থাকছে, তার পাশাপাশি থাকছে কমিউনিটি হল। সেই হল ছোটখাটো অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিয়েবাড়িতেও স্বল্প বিনিময়ের মূল্যে ভাড়া দেওয়া হবে।

পুরসভার উপপৌরপ্রধান দেবাশিস মুখার্জীর ওয়ার্ডেই এই দুটি পার্ক তৈরি হচ্ছে। ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পার্ক দুটির পাশাপাশি পুর এলাকায় আরও বেশ কয়েকটি পার্ক তৈরি করা হবে বলে দেবাশিস মুখার্জী জানান। নতুন বছরে এরকম দু-দুটি পার্ক উপহার স্বরূপ পেয়ে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

ডেঙ্গু রুখতে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ ডেঙ্গু রুখতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল হুগলির ডানকুনি পুরসভা। দুটি ধাপে মোট ৮জন মহিলাকে ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতন করা হবে। বিভিন্ন স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সেই সমস্ত প্রতিনিধিরাই ডানকুনি পুরসভায় উপস্থিত হন। সেখানে ডেঙ্গু মশা কিভাবে নিধন করা যায় কিম্বা ডেঙ্গু রুখতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা চিত্র পরিদর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এবিষয়ে ডানকুনি পুরসভার উপপুরপ্রধান দেবাশিস মুখার্জী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সমগ্র রাজ্যব্যাপী ডেঙ্গু মোকাবিলায় নেমেছেন সেই কথা মাথায় রেখেই আমরা ডানকুনি পুরসভার পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নিয়েছি।

গোঘাটে মহিলা প্রদর্শনী ফুটবল

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করতে নতুনভাবে উদ্যোগ নিল কোকন্দ নবীন সংঘ। হুগলির গোঘাটের কোকন্দে নবীন সংঘের পরিচালনায় মহিলা ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। এই খেলায় অংশগ্রহণ করে দুটি দল। কলকাতা একাদশ এবং সোদপুরের মসিনান শক্তি সংঘ। এই খেলা দেখার জন্য দর্শকদের কাছ থেকে ১৫ টাকা করে অর্থ সাহায্য নেওয়া হয়। এই টাকা দুঃস্থ এবং মেধাবী ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য সাহায্য হিসাবে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। এই খেলার উদ্বোধন করেন গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার, গোঘাট ২নং ব্লক সভাপতি তপন মণ্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী হরেরাম রায়সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

তারকেশ্বরে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ শনিবার সকালে তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড বিলি করা হয়। এদিন মূলত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীদের এবং রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের যে সকল স্কুল আছে সেই স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা, পার্শ্বশিক্ষকসহ আধিকারিকদের এই কার্ড বিলি করা হয়। তাঁদের পরিবারের সকল সদস্যদেরও স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় আনা হয়। এখানে মোট ২৫০টি পরিবারকে কার্ড দেওয়া হয়। তাঁরা এরপর থেকে এই কার্ডের সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবেন বলে জানানো হয়। যেমন কোনও ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা খরচ পাওয়া যাবে। এছাড়াও দুরারোগ্য রোগের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা খরচ পাওয়া যাবে। এই কার্ড হাতে নিয়ে তাঁরা খুশি। তাঁরা বলেন, আমরা গরিব মানুষ যারা আছি তাঁরা এই কার্ড পেয়ে খুবই উপকৃত হয়েছি।

লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ, নির্বিকার প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ সামান্য আনন্দ বিনোদন দেওয়ার জন্য কোনও নিরাপত্তা ছাড়াই গঙ্গাবক্ষে নৌকায় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাত্রী। সব দেখেও নিশ্চুপ স্থানীয় প্রশাসন। বছরের অন্যান্য সময় গঙ্গায় মাছ ধরতে নিজেদের জীবনজীবিকা চালালেও শীতের মরশুমে হুগলির ইমামবাড়া থেকে ব্যান্ডেল চার্চ গঙ্গাবক্ষে প্রায় দেড় থেকে দুই কিমি দূরত্ব যাত্রী নিয়ে যান তাঁদের মাছের ধরার নৌকায়। এবিষয়ে নৌকা চালকদের দাবি, দুটি বাড়তি পয়সা রোজগারের জন্য তাঁরা শীতের মরশুমে যাত্রীদের গঙ্গাবক্ষ সামান্য আনন্দ বিনোদন দেওয়ার জন্য এই কাজ করেন। কিন্তু চলতি বছরের এপ্রিল মাসে তেলেনিপাড়া জেটি দুর্ঘটনার পর রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয় লাইফ জ্যাকেট ছাড়া নদীপথে কোনওভাবে যাত্রীপারাপার করা যাবে না। যেখানে লাইফ জ্যাকেট না থাকায় বড়দিনের দিন এক বিনোদন পার্কে বোটিং বন্ধ করে দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে লাইফ জ্যাকেট ছাড়া নদী পথে যাত্রী নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার কাজ চলছে। এবিষয়ে নৌকা চালকদের দাবি, যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য তাঁরা নৌকা গঙ্গার ধার বরাবর নিয়ে যান। আর দৈবাৎ যদি কোনওবা দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে যাত্রীদের দ্রুত উদ্ধার করাও সম্ভব। পাশাপাশি তাঁদের দাবি, আগে তাঁরা ছোট নৌকোয় প্রায় ৭ এবং বড় নৌকায় প্রায় ১২জন যাত্রী দিতেন। কিন্তু যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে এবার স্থানীয় তৃণমূল দলের পক্ষে থেকে তাঁদের জানানো হয়েছে ছোটো নৌকায় ৪জন আর বড় নৌকায় ৭জনের বেশি যাত্রী নেওয়া যাবে না। কিন্তু লাইফ জ্যাকেটের কথা তাঁদের জানানো হয়নি। তাঁদের দাবি, যদি এই লাইফ জ্যাকেটের কথা তাঁদের বলা হত তাহলে কষ্ট করে হলেও যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বিষয়টি নিয়ে তাঁরা ভাবতেন। অন্যদিকে এবিষয়ে হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জী বলেন, পুরসভার অন্তর্গত যাত্রীপরিবহনের ঘাটগুলির ক্ষেত্রে লাইফ জ্যাকেট বাধ্যতামূলক। কিন্তু ইমামবাড়া থেকে ব্যান্ডেল চার্চ পর্যন্ত এই ঘাটগুলি অবৈধ। মূলত স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষরা এই যাত্রী নিয়ে যাওয়ার কাজ করেন। তাছাড়া এখানে যেহেতু গঙ্গা পারপার করা হয় না, শুধু পাড় বরাবর নৌকা নিয়ে যাওয়া হয় তাই এখানে লাইফ জ্যাকেট বাধ্যতামূলক নয়। এদিন প্রকারান্তে হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার পুরপ্রধান বেআইনিভাবে যাত্রী পরিবহনের বিষয়টি স্বীকার করে নেন। অপরদিকে শীতের মরশুমে ইমামবাড়া থেকে ব্যান্ডেল চার্চ পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে সামান্য আনন্দ বিনোদন দেওয়া যাত্রীদের দাবি, এখানে যেহেতু নৌকাগুলি গঙ্গার ধার বরাবর নিয়ে যাওয়া হয় তাই বিপদের তেমন ঝুঁকি নেই। তবে লাইফ জ্যাকেট না থাকলেও নৌকোয় গাড়ির টিউব রাখা যেতেই পারে।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677
- MRI
- 3D Multi Slice CT Scan
- Digital X-Ray
- Colour Doppler
- Ultrasonography
- Echocardiography 2DM Mode & colour
- Holter Monitor
- Endoscopy
- Colonoscopy
- EMG
- NCV
- EGG
- Pathology
- FNAC